ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

১০ দিনে হৃতিক-দীপিকার সিনেমার আয় কত?

পৃঃ ৫

মাঠে ফেরার অপেক্ষা বাড়ছে রশিদ খানের

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৩৯ ● কলকাতা ● ২৫ মাঘ, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ০৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

### ফের ডিএ বাড়ল

## রাজ্য সরকারি কর্মীদের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** লোকসভা ভোটের আগে রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য মাস্টারস্ট্রোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের! আরও ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্য বাজেটে সুখবর শোনালেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এর পর বৃহস্পতিবার রাজ্য বাজেটে আরও ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। জানান, বাজারে মূল্যবৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। আগামী অর্থবর্ষ থেকে নয়া হারে এই ডিএ পাওয়া যাবে। অর্থাত মে মাস থেকে হাতে আসবে বর্ধিত হারে মহার্ঘভাতা। এনিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বেড়ে দাঁড়াল ১৪ শতাংশ। তবে এখনও কেন্দ্রীয় হাতে মহার্ঘভাতার সঙ্গে ফারাক রয়ে গেল ৩২ শতাংশ।ফলে চলতি বছর রাজ্যে মোট ৮ শতাংশ

এরপর ৩ পাতায়

## ৬ বছর পর এনডিএ-তে

# 'ঘর ওয়াপসি' চন্দ্রবাবুর!

**নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন :** পুরনো সম্পর্ক মেরামত করে ফের শক্তি বৃদ্ধির ছক তেলেগু দেশম সুপ্রিমো চন্দ্রবাবু নায়ডু। ছবছর পর ফের নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহদের হাত ধরতে উদ্যোগী অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার রাতে দিল্লিতে গেরুয়া শিবিরের 'চাণক্য' শাহর সঙ্গে সাক্ষাত করেন।২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপির সঙ্গে জোটে ছিলেন চন্দ্রবাবু। কিন্তু অন্ধ্রের বিশেষ মর্যাদার দাবিতে ২০১৮ সালে এনডিএ ছাড়ে টিডিপি। ২০১৯-এর লোকসভা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা ভোটে একাই লড়াই করে। সেই ভোটে জগন্মোহন রেড্ডির ওয়াইএসআর কংগ্রেসের কাছে হেরে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি হারান চন্দ্রবাবু। সে বার ভোটের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অন্ধ্রে গিয়ে চন্দ্রবাবুকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলেছিলেন। তার পর থেকে ঘোষিতভাবে বিজেপির সঙ্গে জোট ছিল না টিডিপির। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয় ২০২২ সালে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামান ও নিকোবরের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারের পুরভোট থেকে। সেখানে দুই দল জোট বেঁধে লড়াই করে কংগ্রেস-ডিএমকে জোটকে হারিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিল। তার পরেই আবার এনডিএ-তে ফেরার রাস্তা তৈরি হয়। অন্ধ্র তথা কেন্দ্রীয় স্তরে জোটের সলতে পাকানোর শুরুটা অবশ্য ২০২৩-এর মে মাসে। ওই মাসের 'মন কি বাত'-এ প্রধানমন্ত্রী মোদীর মুখে

এরপর ৩ পাতায়

## মানুষের জন্য একগুচ্ছ উপহারের আশ্বাস নিয়ে

# লক্ষ্মীবারে রাজ্যে পূর্ণাঙ্গ বাজেট

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** লোকসভায় অন্তর্বর্তী বাজেটের পরে এবার রাজ্যে পূর্ণাঙ্গ বাজেট। বৃহস্পতিবার, রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আগামী আর্থিক বছরের বাজেট পেশ করবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মতো একশো দিনের কাজের শ্রমিকদের মজুরি রাজ্যের তরফে দিতে বাজেটে অর্থের সংস্থান করছে রাজ্য সরকার। ১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের থেকে বাংলার বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে মজুরি বাবদ বকেয়ার পরিমাণ ৩৭৩২ কোটি টাকা। আর উপাদান বাবদ বকেয়া ৩১৮১ কোটি টাকা। অর্থাত মোট বকেয়ার পরিমাণ ৬৯১৩ কোটি। মজুরির টাকা সরাসরি মজুরদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢোকার কথা।উপাদানের টাকা ঢোকার কথা গ্রাম পঞ্চায়াতের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র মজুরির টাকা মজুরদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠাবার কথা বলেছেন। সেই টাকা রাজ্য বাজেটের মধ্যে রাখা থাকছে। ২১ লক্ষ মজুর ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সেই টাকা তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেয়ে যাবেন।কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এখনই উপাদানের টাকা পাবেন না। আবার আবাসের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত থাকলেও বাড়ি পাননি ১১ লক্ষ বাংলার মানুষ। তাঁদের ক্ষেত্রে বকেয়ার মোট পরিমাণ ৬৬০০ কোটিরও বেশি। এই টাকাও রাজ্যের তরফে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে এক দফাতেই তা দেওয়া হবে না। কয়েক কিস্তিতে তা মেটানো হবে। রাজ্য বাজেটেই প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হবে বলে খবর।পাশপাশি, আবাস প্রকল্পের বঞ্চিতদের মাথার ছাদের ব্যবস্থা করারও সংস্থান থাকছে বাজেটে।

কেন্দ্রের থেকে বাংলার প্রাপ্য ১

এরপর ৩ পাতায়

### সন্দেশখালিতে

## গর্জে উঠছেন মহিলারা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** নন্দীগ্রামের ছায়া দেখা যাচ্ছে সন্দেশখালিতে। তবে এখানে শাসক দলের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়িয়েছে শাসক দল। অর্থাত টিএমসি ভার্সেস টিএমসি সংঘাত। শাহজাহান শেখের তৃণমূল বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে মা-মাটি-মানুষের তৃণমূল। সন্দেশখালির মহিলারা ঝাঁটা-লাঠি-ইট হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন। শাহাজাহান এবং তার দলবলের কোনও কথা অমান্য করলে রাতের অন্ধকারে পার্টি অফিসে ডেকে লাঠি দিয়ে মারা হতো তাঁদের। জমিতে খাটিয়ে টাকা দিতেন না তাঁরা। এমনকী জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে চাষ নষ্ট করে দিয়ে তাঁদের জমি দখল করা হতো। টাকাও দেওয়া হতো না। ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে দেওয়া হতো না। তাদের রাজনীতি করতে বাধ্য করা হত। ছোট ছোট ছেলেদের হাতে অস্ত্র তুলে দিত শাহাজাহান বাহিনী।তাঁরা প্রকাশ্যেই দাবি করেছেন শান্তি

এরপর ৩ পাতায়

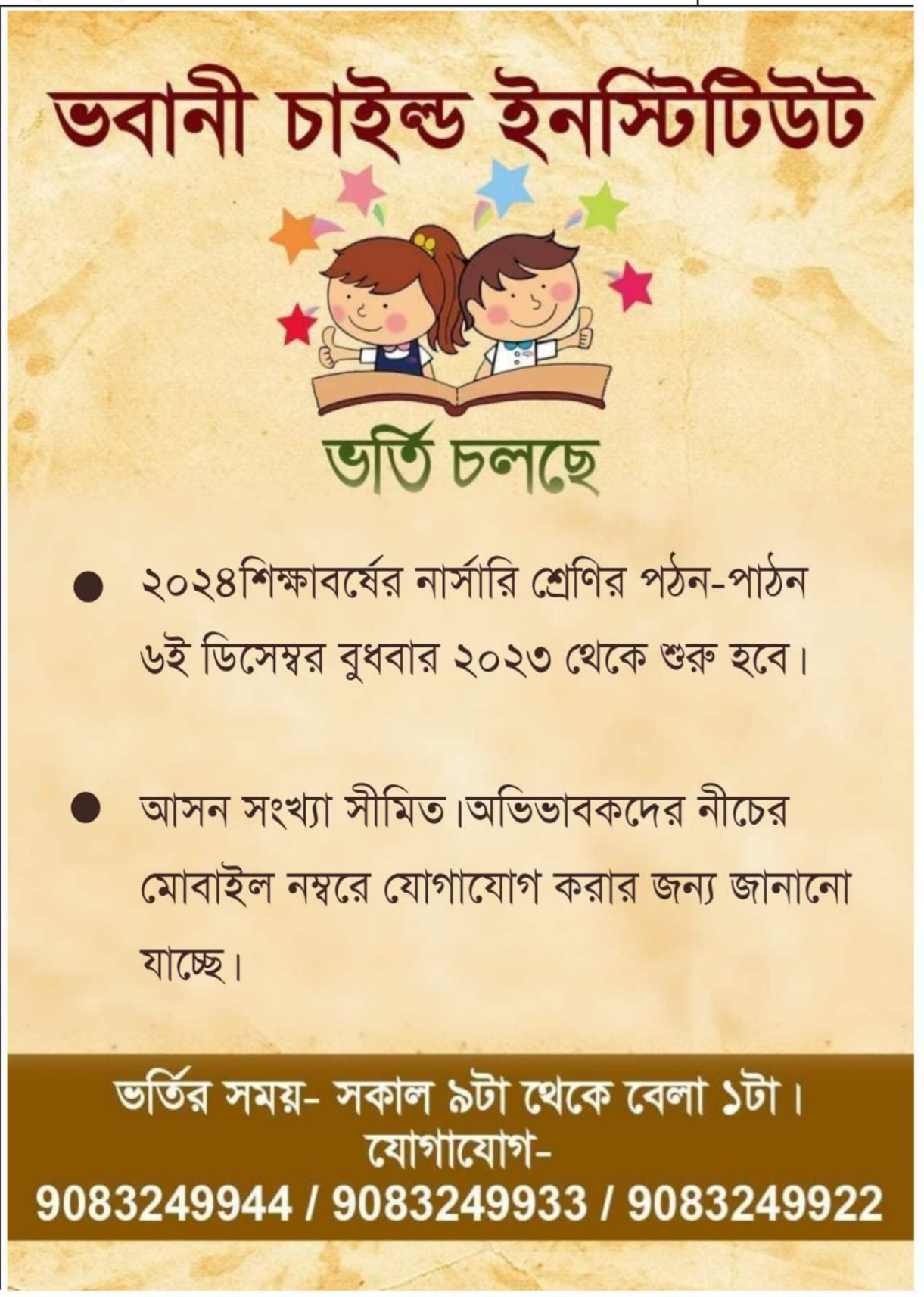

## ভারতে টোটালএনার্জিস এবং ওএনজিসি মিথেন নির্গমন

# সনাক্তকরণ ও পরিমাপের জন্য একত্রিত হয়েছে

**Kolkata, ৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ - নিউজ সারাদিন :** ইন্ডিয়া এনার্জি উইক ২০২৪ উপলক্ষে, টোটালএনার্জিস এবং অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন (ওএনজিসি) টোটালএনার্জিসের অগ্রণী এইউএসইএ (এয়ারবর্ন আল্ট্রালাইট স্পেকট্রোমিটার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যাপ্লিকেশনস) প্রযুক্তি ব্যবহার করে মিথেন নির্গমন সনাক্তকরণ এবং পরিমাপ প্রচারের জন্য একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

টোটালএনার্জির পক্ষে ভারতে টোটালএনার্জির কান্ট্রি চেয়ার ডঃ সাঙ্গকরণ রত্নম এবং ওএনজিসির পক্ষে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশনের ডিরেক্টর (এক্সপ্লোরেশন) মিস সুষমা রাওয়াত এই সহযোগিতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

ওএনজিসি ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে তার মিথেন নির্গমন কমাতে সাহায্য করার জন্য আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি অংশীদারদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, যেখানে টোটালএনার্জিস ২০৩০ সালের মধ্যে পুরো শিল্পকে শূন্য মিথেন নির্গমনের দিকে চালিত করার প্রয়াসে তার এইউএসইএ প্রযুক্তি শেয়ার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উভয় কোম্পানিই সিওপি২৮-এ চালু হওয়া বিশ্বব্যাপী শিল্প উদ্যোগ, তেল ও গ্যাস ডিকার্বনাইজেশন চার্টার (ওজিডিসি)-এর অংশীদার।

ওএনজিসি জাতীয় কোম্পানিগুলির ক্রমবর্ধমান তালিকায় যোগ দিয়েছে যারা এইউএসইএ ব্যবহারের জন্য টোটালএনার্জিসের সাথে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যার মধ্যে রয়েছে ব্রাজিলের পেট্রোব্রাস, আজারবাইজানের এসওসিএআর, অ্যাঙ্গোলার সোনাঙ্গোল এবং নাইজেরিয়ার এনএনপিসিএল।

**এইউএসইএ, টোটালএনার্জিস দ্বারা এক ধরণের প্রযুক্তি**

একটি ড্রোনের উপর স্থাপন করা, এইউএসইএ গ্যাস বিশ্লেষক, টোটালএনার্জিস এবং এর গবেষণা ও উন্নয়ন অংশীদারদের দ্বারা তৈরি, একটি দ্বৈত সেন্সর রয়েছে যা মিথেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন সনাক্তকরণ করতে সক্ষম, একই সঙ্গে তাদের উৎস সনাক্ত করতে পারে। এই প্রযুক্তি ঐতিহ্যগত কৌশলগুলির তুলনায় মিথেন নির্গমন সনাক্তকরণ এবং পরিমাপের একটি পদক্ষেপ পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। অফশোর এবং অফশোর উভয় ধরণের শিল্প সুবিধাগুলিতে পৌঁছানো কঠিন এমন নির্গমন পয়েন্টগুলিতে অ্যাক্সেস সক্ষম করে, এইউএসইএ শিল্পের অন্যতম নির্ভুল প্রযুক্তিগুলির মধ্যে একটি হিসাবে পরিচিত।

"জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের শিল্পের অগ্রাধিকার হল অপারেশন থেকে মিথেন নির্গমন কমানো। ২০৩০ সালের মধ্যে শূন্য মিথেন নির্গমনের লক্ষ্য হ'ল সিওপি২৮-এ ওজিডিসির স্বাক্ষরকারী হিসাবে আমাদের সম্মিলিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আমরা তাদের নিজস্ব সম্পদের উপর মিথেন নির্গমন সনাক্তকরণ, পরিমাপ করতে এবং পরিশেষে হ্রাস করতে, ভারতে ওএনজিসিতে আমাদের এইউএসইএ প্রযুক্তি উপলব্ধ করতে এবং সহযোগিতা করতে পেরে আমরা আনন্দিত," বলেন, টোটালএনার্জিসের চেয়ারম্যান এবং সিইও প্যাট্রিক পাউয়ান্নে। চুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করে, ওএনজিসির চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী অরুণ কুমার সিং বলেন, "সিওপি২৮-এ ওজিডিসি-তে স্বাক্ষরকারী হিসাবে আমাদের সম্মিলিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, ওএনজিসি ২০২০ সালের তুলনায় ২০২৭ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৮০% মিথেন নির্গমন হ্রাস করার জন্য নতুন প্রযুক্তির সন্ধান করছে। এইউএসইএ প্রযুক্তির প্রবর্তন ২০৩৮ সালের মধ্যে শূন্য মিথেন নির্গমন অর্জনের জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করবে।"

**টোটাল এনার্জিস, মিথেন নির্গমন হ্রাসের পথিকৃৎ**

২০১০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে তার পরিচালিত সাইটগুলি থেকে মিথেন নির্গমন অর্ধেক করার পরে, ২০২০ এর তুলনায়, টোটালএনার্জিস তার প্রচেষ্টা বাড়ানোর এবং ২০২৫ সালের মধ্যে মিথেন নির্গমনকে আরও ৫০% হ্রাস করার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, ২০২৪ সালে, এক বছর আগে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়েছে, এবং ২০৩০ সালে ৮০% হ্রাস করার লক্ষ্য রেখেছে।

টোটালএনার্জিস অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলির সাথে জাতিসংঘের অয়েল অ্যান্ড গ্যাস মিথেন পার্টনারশিপ (ওজিএমপি ২.০) কাঠামোর প্রচারের জন্যও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোম্পানিটি এখন টানা তিন বছর ওজিএমপি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যাটাস ধরে রেখেছে।

**এইউএসইএ সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ওএনজিসি সম্পর্কে**

ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক উপস্থিতি সহ ওএনজিসি এনার্জি শিল্পে একটি বিশিষ্ট বৈশ্বিক খেলোয়াড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। টেকসই এনার্জি উদ্যোগের অগ্রগতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, ওএনজিসি ২০৩৮ সালের মধ্যে নেট জিরো স্কোপ-১ এবং স্কোপ-২ নির্গমন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যা পরিবেশগত দায়িত্বের প্রতি তার প্রতিশ্রুতির উদাহরণ বহন করে। টেকসই এনার্জি সমাধানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, ওএনজিসি কর্পোরেট গভর্নেন্স এবং পরিবেশগত দায়িত্বের সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে ভারতের ক্রমবর্ধমান এনার্জির চাহিদা মেটাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোম্পানির বিশ্বব্যাপী পদচিহ্ন তার পোর্টফোলিওকে শক্তিশালী করে এবং এটি বিশ্বব্যাপী এনার্জি ল্যান্ডস্কেপে একটি উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ওএনজিসি-র প্রতিশ্রুতি অপারেশনাল শ্রেষ্ঠত্বের বাইরে প্রসারিত, যার মধ্যে পরিবেশগত স্থায়িত্ব, দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক অনুশীলন এবং কর্পোরেট প্রশাসনের উপর জোর দেওয়া, শিল্পের মানদণ্ড নির্ধারণ এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আস্থা বাড়ানো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভারতে টোটাল এনার্জি সম্পর্কে

টোটালএনার্জিস, ১৯৯৩ সাল থেকে ভারতে উপস্থিত এবং দেশে একটি ক্রমবর্ধমান পদচিহ্ন রয়েছে। কোম্পানিটি গ্যাস অ্যান্ড রিনিউবলস (আদানি টোটাল প্রাইভেট লিমিটেড, ধামরা এলএনজি টার্মিনাল প্রাইভেট লিমিটেড, আদানি টোটাল গ্যাস লিমিটেড, আদানি গ্রিন এনার্জি লিমিটেড) যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে আদানি গ্রুপের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে এবং এনার্জি স্টোরেজ (এসএএফটি) এবং ডিসট্রিবিউটেড সোলার জেনারেশনেও তাদের উপস্থিতি রয়েছে। এটি রাসায়নিক ব্যবসায় (হাচিনসন) কাজ করে এবং এইচপিসিএল-এর সাথে একটি যৌথ উদ্যোগের-এর মাধ্যমে ভাইজাগে এলপিজি, লুব্রিকেন্ট এবং বিশেষ তরল, এ একটি ভূগর্ভস্থ এলপিজি স্টোরেজ সুবিধা এবং ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের সাথে একটি যৌথ উদ্যোগের-এর মাধ্যমে পরিবর্তিত বিটুমেন ডেরিভেটিভগুলির উৎপাদন ও বিপণনে সক্রিয়। কোম্পানির মুম্বাইতে (টেকনিক্যাল সেন্টার এশিয়া-প্যাসিফিক) একটি আর অ্যান্ড ডি কেন্দ্র রয়েছে এবং টাটা কনসাল্টিং সার্ভিসেস (টিসিএস) এর সাথে অংশীদারিত্বে, পুনেতে একটি ডিজিটাল উদ্ভাবন কেন্দ্র রয়েছে।

**টোটাল এনার্জি সম্পর্কে**

টোটালএনার্জিস একটি বিশ্বব্যাপী মাল্টি-এনার্জি সংস্থা যা এনার্জি: তেল এবং জৈব জ্বালানী, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং গ্রীন গ্যাস, রিনিউবলস এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বাজারজাত করে। আমাদের ১০০,০০০-এরও বেশি কর্মী এনার্জির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা আরও বেশি সাশ্রয়ী, আরও টেকসই, আরও নির্ভরযোগ্য এবং যতটা সম্ভব অনেক লোকের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য। প্রায় ১৩০টি দেশে সক্রিয়, টোটালএনার্জিস তার সমস্ত দিকে জনগণের কল্যাণে অবদান রাখার জন্য তার প্রকল্প এবং ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নকে রাখে।

**টোটালএনার্জিস যোগাযোগ**

কাঞ্চন দাহিয়া: +91 9136442111 | Kanchan.Dahiya@totalenergies.com

**সতর্কতামূলক দ্রষ্টব্য**

এই নথিতে "টোটাল এনার্জিস", "টোটাল এনার্জিস কোম্পানি" বা "সংস্থা" শব্দগুলি টোটালএনার্জিস এসই এবং টোটালএনার্জিস এসই দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত একত্রীকৃত সত্ত্বাকে চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়েছে। একইভাবে, "আমরা", "আমাদের" এবং "আমাদের" শব্দগুলিও এই সংস্থাগুলি বা তাদের কর্মচারীদের বোঝাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। যে সত্ত্বাগুলিতে টোটালএনার্জিস এসই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শেয়ারহোল্ডিংয়ের মালিক, সেগুলি পৃথক আইনি সত্ত্বা। এই নথিতে ভবিষ্যতের তথ্য এবং বিবৃতি থাকতে পারে যা প্রদত্ত অর্থনৈতিক, প্রতিযোগিতামূলক এবং নিয়ন্ত্রক পরিবেশে তৈরি করা বেশ কয়েকটি অর্থনৈতিক ডেটা এবং অনুমানের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। এগুলি ভবিষ্যতে ভুল প্রমাণিত হতে পারে এবং বেশ কয়েকটি ঝুঁকির কারণও রয়েছে। টোটালএনার্জিস এসই বা এর কোনো সহযোগী সংস্থাই নতুন তথ্য, ভবিষ্যতের ইভেন্ট বা অন্য কোনো কারণে এই নথিতে থাকা কোনো দূরদর্শী তথ্য বা বিবৃতি, উদ্দেশ্য বা প্রবণতা প্রকাশ্যে আপডেট করার কোনো বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করে না। টোটালএনার্জিস-এর আর্থিক ফলাফল বা ক্রিয়াকলাপগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন ঝুঁকির কারণ সম্পর্কিত তথ্য, সাম্প্রতিকতম নিবন্ধন নথিতে দেওয়া হয়েছে, যার ফরাসি-ভাষার সংস্করণটি টোটালএনার্জিস এসই দ্বারা ফরাসি সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রক অটোরিট ডেস মার্চেস ফিনান্সিয়ার্স (এএমএফ), এবং ফর্ম ২০-এফ -এ ইউনাইটেড স্টেটস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) দায়ের করা হয়েছে।

## 'মা মাটি মানুষের সরকার দেখিয়ে দিয়েছে

# কীভাবে এগোতে হয়', বাজেটের পর বললেন মমতা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** শোরগোলের মধ্যে দিয়েই বৃহস্পতিবার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছিল। রাজ্য সঙ্গীত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি জাতীয় সঙ্গীত গাইতে শুরু করে, তা থেকে যত বিতর্কের সূত্রপাত। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একসময়ে বলতেও শোনা যায়, 'এটা বিজেপির পার্টি অফিস নয়'।নাম না করে বিজেপিকে নিশানা করে মমতা বলেন, "চিন্তাশক্তি থাকতে হয়, ভাবতে হয়। শুধু আ-কথা, কুকথা, মিথ্যে বলে, কুতসা করে, অপপ্রচার করে আর ভাগাভাগির রাজনীতি করে, উন্নয়ন হয় না।"

বিজেপির পাশাপাশি সাংবাদিক বৈঠক থেকে সিপিএমকেও আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দাবি করেন, "আজ পর্যন্ত এমন হয়নি যে কোনও সরকারি কর্মচারী ১ তারিখে মাইনে পায়নি। আমাদের সরকার আসার পর থেকে এমন হয়নি যে শিক্ষক-শিক্ষিকা মাইনে পায়নি। বাম আমলে ১৫ দিন, ২০ দিন পেরিয়ে গেলেও টাকা পেত না।"বাজেট শেষের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। তবে এটাও দাবি করেন, বাংলার সরকার দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে এগিয়ে যেতে হয়।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে খোঁচা দিয়ে মমতা বলেন, দেশ ঋণের বোঝায় ডুবে রয়েছে। আর বিজেপি একতরফাভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাংলার সরকার মানুষের কাছে পৌঁছেছে। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে একাধিক প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। মমতা জানান, আর্থিক বৈষম্য থাকলেও মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তিনি চাননি।

## সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভাতা বাড়ল ১০০০ টাকা,

# বাংলার এই সমস্ত কর্মীদের জন্যে 'কল্পতরু' মমতা

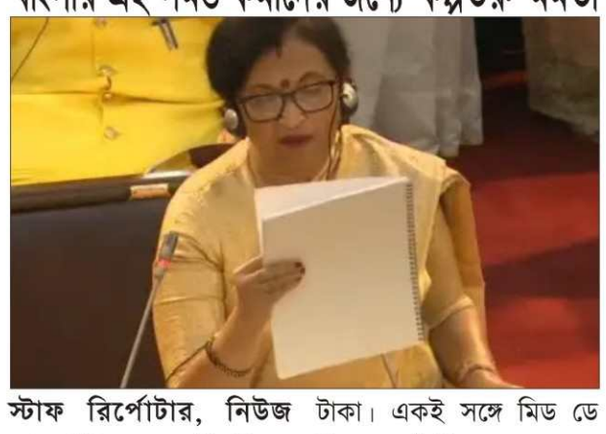

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্যে রাজ্য বাজেটে বড় ঘোষণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের। এক ধাক্কায় ভাতা বাড়ল ১০০০ টাকা। একই সঙ্গে মিড ডে মিলের রাঁধুনিদের বেতনও বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি চুক্তিভিত্তিক গ্রুপ ডি এবং গ্রুপ সি কর্মীদেরও বেতন বাড়ানোর

এরপর ৩ পাতায়

## বাজেটের পরেই

# রেপো রেট ঘোষণা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** বছরের শুরুতেই ঋণগ্রহীতাদের জন্য স্বস্তি। টানা ছবার রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। অর্থাত আগামী তিন মাসের জন্য রেপো রেট থাকছে ৬.৫ শতাংশ। বৃহস্পতিবার মনিটারি পলিসির বৈঠক শেষে এই কথা জানিয়েছেন আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস।এদিনের বিবৃতিতে আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেন, এমন আর্থিক নীতি গ্রহণ করতে হবে যেটা মুদ্রাস্ফীতি কমাতে কার্যকর। এদিন মনিটারি পলিসির বৈঠকে পাঁচ সদস্যই রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। উইথড্রয়াল অফ অ্যাকোমোডেশনের পথে হাঁটছে আরবিআই। অর্থাত কোভিডের সময়ে অর্থনীতিকে সচল রাখতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেভাবে বাজারে অর্থের জোগান দিয়েছিল, এবার ধীরে ধীরে সেটা কমিয়ে নেওয়া হবে।মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করতে গত বছর কয়েক দফায় বিপুল হারে রেপো রেট বাড়িয়েছে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। ২০২২ সালের মে মাস থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২৫০ বেসিস পয়েন্ট বেড়েছে রেপো রেট। তবে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে একবারও রেপো রেট বাড়ানো হয়নি। নতুন অর্থবর্ষের ঠিক আগেই আবারও রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার পথেই হাঁটল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

গত বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। সেখানে করছাড়ের উর্ধ্বসীমা বাড়েনি। তাই মধ্যবিত্ত ঋণগ্রহীতাদের বিশেষ নজর ছিল রেপো রেটের সিদ্ধান্তের দিকে। তাঁদের স্বস্তি দেবে এদিনের সিদ্ধান্ত। রেপো রেটে কোনও পরিবর্তন না হওয়ার ফলে গাড়ি-বাড়ি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইএমআই বাড়বে না বলেই ধরে নেওয়া যায়।

২ পাতার পর

## সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভাতা বাড়ল ১০০০ টাকা, বাংলার এই সমস্ত কর্মীদের জন্যে 'কল্পতরু' মমতা

ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্য বাজেটে। পাশাপাশি চুক্তিভিত্তির গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের বেতন বাড়ানোর ঘোষণাও এদিন করা হয়েছে রাজ্য বাজেটে। সেই মতো তিন হাজার এবং সাড়ে তিন হাজার করে ভাতা বাড়বে। অন্যদিকে চুক্তিভিত্তিক কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা চাকরি ছাড়লে কিছু টাকা পেতেন।

বাজেটে সেই টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে পাঁচ লাখ টাকা করা হয়েছে। ভোটের মুখে জনমুখী একের পর এক ঘোষণায় খুশি বহু মানুষ। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী এপ্রিল মাস থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

এর এই ঘোষণায় কয়েক লাখ মানুষ উপকৃত হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । একই সঙ্গে পাঁচ লাখ কর্মসংস্থানের দিশা রাজ্য বাজেটে রয়েছে বলে এদিন জানান তিনি।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্যে বিধানসভায় আর্থিক বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। লোকসভা ভোটের আগে এই বাকেটে একগুচ্ছ ঘোষণা করেন তিনি। ঘোষণা করা হয় বেশ কিছু নতুন প্রকল্পের।

পাশাপাশি ভাতা বাড়ানোর ঘোষণাও করা হয় বাজেটে। সেই মতো সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভাতা এক ধাক্কায় বেড়ে ১০০০ টাকা করা হল। ভাড়া বাড়ছে গ্রিন এবং ভিলেক পুলিশদের। এজন্যে ১৮০ কোটি টাকা রাজ্যে সরকারের তরফে বরাদ্দ করা হয়েছে বলে বলে জানিয়েছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

একই সঙ্গে পুলিশে চাকরির সুযোগও বাড়ানো হয়েছে। আগে ১০ শতাংশ সিভিক ভলান্টিয়ার এবইং ভিলেজ পুলিশরা রাজ্য পুলিশে কাজের সুযোগ পেত। এখন তা বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করা হল। অন্যদিকে মিড ডে মিলের রাঁধুনিদের বেতন ১০০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সমস্ত কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত তাঁরা খুবই গরীব হয়। স্কুল বন্ধ থাকলে কাজ থাকে না ওদের। কষ্টের মধ্যে থেকে চলতে হয়। এই সমস্ত মানুষের কথা ভেবেই রাঁধুনিদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

১-ম পাতার পর

## সন্দেশখালিতে গর্জে উঠছেন মহিলারা

সন্দেশখালিকে এই পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে শাহাজাহানের তৃণমূলই। অর্থাত তৃণমূলই তাদের বাধ্য করেছে রাস্তায় নামতে। তাদের হাতে লাঠি তুলে নিতে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। প্রশাসনের উপরে কোনও আস্থা নেই তাঁদের। প্রকাশ্যে পুলিশের সামনেই তাঁরা অভিযোগ করেছেন পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নেই। আইনের শাসন থাকলে তাঁরা লাঠি হাতে রাস্তায় নামতেন না।

শাসক দলের নেতার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ শাসক দলের কর্মী সমর্থকদের। গতকাল রাত থেকে বিক্ষোভের আগুনে ফুঁসছেন গ্রামের মহিলারা। পুলিশ আইন মেনে কাজ করার কথা বলে বোঝাতে গেলে উল্টে মহিলারা অভিযোগ করেছেন রাজ্যে আইনের শাসন নেই সেকারণে তাঁদের রাস্তায় নামতে হয়েছে। দিনের পর দিন যখন শাহাজাহান শেখ অত্যাচার চালিয়েছে তখন কোথায় ছিল পুলিশ। উল্টে পুলিশ তাদের পাঠিয়ে দিত শাহজাহান শেখদের কাছেই।

১-ম পাতার পর

## মানুষের জন্য একগুচ্ছ উপহারের আশ্বাস নিয়ে লক্ষ্মীবারে রাজ্যে পূর্ণাঙ্গ বাজেট

লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। তার মধ্যে যেমন ১০০ দিনের মজুরির টাকা আছে, তেমনই আছে আবাস যোজনার টাকাও। কেন্দ্রের কাছে ১০০ দিনের কাজের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনার টাকাও বকেয়া বাংলার। বাকি আছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা। তালিকায় আছে মিড ডে মিলের টাকাও। এই সব টাকার দাবি জানিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রকে। এমনকী দিল্লি গিয়ে মোদির সঙ্গে এই নিয়ে বৈঠকও করেছেন মমতা। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। বাংলার মানুষ তাঁদের হকের টাকা পাননি। এই অবস্থায় কলকাতার রেড রোডের ধর্নামঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ১০০ দিনের কাজ করা বাংলার ২১ লক্ষ শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রাপ্য টাকা ২১ ফেব্রুয়ারি পৌঁছে দেবে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, ৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের যে বাজেট পেশ হতে চলেছে সেখানেই এই ১০০ দিনের কাজের মজুরি বাবদ টাকার সংস্থান থাকছে।

১-ম পাতার পর

## ৬ বছর পর এনডিএ-তে 'ঘর ওয়াপসি' চন্দ্রবাবুর!

উঠে এসেছিল টিডিপি প্রতিষ্ঠাতা এনটি রাম রাওয়ের (এনটিআর) নাম। চন্দ্রবাবুর প্রয়াত শ্বশুর এনটিআর তিনটি মেয়াদে সাত বছর অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।এনডিএতে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন বলে সূত্রের খবর। ১৮ সালে অন্ধ্রকে বিশেষ মর্যাদার দাবিতে এনডিএ ছাড়ে তেলেগু দেশম পার্টি। চন্দ্রবাবু ফের গেরুয়া শিবিরে ফিরলে চাপে পড়বেন বিজেপির সঙ্গে সখ্যতা রেখে চলা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি। সেক্ষেত্রে জগনমোহন কী কৌশল নেন সেটাই এখন তেলেগু রাজ্যের রাজনীতিতে লাখ টাকার প্রশ্ন।

১-ম পাতার পর

## ফের ডিএ বাড়ল রাজ্য সরকারি কর্মীদের

ডিএ বৃদ্ধি পেল। আগামী অর্থবর্ষ থেকেই নয়া হারে মহার্ঘভাতা পাবেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। নতুন হারে ডিএ বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র সঙ্গে ফারাকও কমে দাঁড়াল ৩২ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়ার দাবিতে বহুদিন ধরে আন্দোলন করছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। এনিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও মামলা চলছে। যদিও সেই মামলার সওয়াল-জবাব ক্রমশ দীর্ঘায়িত হয়েছে। তাতে আইনি পথে জয় পাওয়ার আশাও স্তিমিত হয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের। তবে চলতি বছরের শুরুতেই ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতো ১ জানুয়ারি থেকে বর্ধিত ডিএ পাচ্ছেন সরকারি কর্মী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা।

## পাকিস্তানের ভোটকেন্দ্রে চলল গুলি, নিহত নিরাপত্তাকর্মী

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** পাকিস্তানে শুরু হয়েছে নির্বাচন। আর নির্বাচন শুরু হতেই ভোট কেন্দ্রে চলল গুলি। বৃহস্পতিবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের তাংকের একটি ভোটকেন্দ্রে গোলাগুলি হয়। জানা গিয়েছে , এই গোলাগুলিতে নিহত হয়েছেন একজন নিরাপত্তা কর্মী। পাকিস্তানে নির্বাচন শুরু হওয়ায় ভোট কেন্দ্রে বন্ধ হয়েছে মোবাইল ফোনের ব্যবহার।এদিনের নির্বাচনে নির্বাচনে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর ৩৫ বছর বয়সী ছেলে লাহোর আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বিলাওয়াল ভুট্টো এই আসনে পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) নেতা শায়েস্তা পারভেজ মালিক এবং পিটিআই সমর্থিত প্রার্থীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। অন্যদিকে জেলে রয়েছেন পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান। পাশাপাশি পিটিআই হারিয়েছে তাদের ব্যাট প্রতীক। এই আবহে কে হবেন পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী সেটাই এখন দেখার বিষয়।এই নির্বাচনের মাধ্যমে বিশ্বের পঞ্চম জনবহুল দেশ এবং চারটি প্রদেশ-পাঞ্জাব, সিং, বেলুচিস্তান ও খাইবার পাখতুনখোয়া নিয়ে পরবর্তী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।পাকিস্তানে ২৪ কোটি ১০ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ১৮ বছরের বেশি বয়সী ১২ কোটি ৮০ লাখ মানুষ এদিন ভোটদানে অংশগ্রহণ করবেন। বৃহস্পতিবার সারাদেশে ভোটগ্রহণের জন্য ৯০ হাজার ৫৮২টি ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এদিন বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ পর্ব।

## গাজায় একদিনে নিহত ১২৩, মোট মৃত্যু বেড়ে ২৭৭০৮

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের বর্বর আগ্রাসন চলছেই। গত ৭ অক্টোবর থেকে এই নৃশংস হামলা শুরু করেছে ইহুদিবাদী দেশটি। ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বর হামলায় ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ ওই উপত্যকায় গত একদিনে আরও ১২৩ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও শতাধিক। বুধবার এ তথ্য জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ইসরায়েলি আগ্রাসনে দীর্ঘ চার মাসে গাজায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত ২৭ হাজার ৭০৮ জনে। নিহত ফিলিস্তিনিদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। আহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭ হাজার ১৭৪ জনে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, ২৪ ঘণ্টায় তেল আবিবের হামলায় নিহত অন্তত ১২৩ জনের লাশ উপত্যকার বিভিন্ন হাসপাতালে আনা হয়েছে। এছাড়া গাজার ধ্বংসস্তূপগুলো থেকে অন্তত ১৬৯ জন আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যদিকে হামলার শিকার অনেকে এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে রয়েছে বলে জানা গেছে। ইসরায়েলি বাহিনীর অবরোধের ফলে গাজার বেসামরিক প্রতিরক্ষাকর্মীরা ভুক্তভোগীদের কাছে পৌঁছাতে পারেননি।

## বাংলাদেশী নাগরিক হয়েও প্রধান পদে নিযুক্ত হওয়ার অভিযোগ

**আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা : নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশী নাগরিক হয়ে জাল** ওবিসি সার্টিফিকেট জমা করে প্রধান পদে নিযুক্ত হয়েছে । এমনটাই অভিযোগ হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে। এমনকি হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চ তদন্ত করার নির্দেশ দিল সেই প্রধানের বিরুদ্ধে । তদন্ত করে কুড়ি দিনের মধ্যেই রিপোর্ট জমা করতে হবে চাচল মহকুমা শাসকের কাছে ।অভিযোগ,গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদার চাঁচল বিধানসভার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন লাভলী খাতুন নামে এক মহিলা।অভিযোগ তিনি ভারতীয় নন বাংলাদেশী নাগরিক। ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র বার করে তিনি পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং জেতার পর আপাতত পঞ্চায়েত প্রধানের দায়িত্ব সামাচ্ছেন।গ্রামবাসী মামলাকারীর অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে, তারা একাধিকবার বিডিওর কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন ।পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে অভিযোগ জানানো হয়েছিল কিন্তু কোন সূরা হয়নি।তাদের আরও অভিযোগ,বাংলাদেশে লাভলী খাতুনের জন্ম।তারপর এদেশে আসার পর এক ভারতীয় সঙ্গে তার বিয়ে হয়।তার বাবা হিসেবে কাগজে-কলমে যার নাম রয়েছে তিনি তার জন্মদাতা পিতা নন। দত্তক পিতা হিসেবে তার নাম রয়েছে ।কিন্তু মুসলিম আইনে তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়।এবং এক্ষেত্রে নথি বিকৃত করে লাভলী খাতুন জাল শংসাপত্র বার করেছেন বলে অভিযোগ।যদিও লাভলী খাতুনের আইনজীবীর পাল্টা দাবি,তিনি ভারতীয় নাগরিক এবং তার কাছে যাবতীয় প্রমাণপত্র রয়েছে।উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি অমৃতা সিনার নির্দেশ,আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি উভয় পক্ষের হেয়ারিং করে অভিযোগ শুনতে হবে চাঁচলের মহাকুমা শাসক কে।পাশাপাশি লাভলী খাতুনকে তার প্রমাণ পত্রের সমস্ত নথি হলফনামা আকারে জমা দিতে হবে আদালতে।আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি মহকুমা শাসক কে হলফনামা আকারে এ ব্যাপারে রিপোর্ট জমা দিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।ওই দিন আবার মামলার শুনানি হবে।ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি বিমান বিহারি বসাক জানান নির্দেশের কথা শুনেছি দেখা যাক প্রশাসন কি তদন্ত করে।অন্যদিকে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সদস্য মর্জিনা খাতুন বেশি মন্তব্য করব না এ বিষয়ে।আইন আইনের পথেই চলবে। প্রশাসন ব্যবস্থা নেওয়ার নিবে। কোর্টের নির্দেশ হাতে পেলেই সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান চাঁচলের মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জি। এদিকে প্রধান লাভলী খাতুন এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনি বাংলাদেশী নাগরিক না ভারতীয়, একথা শোনার পর তিনি মিটিংয়ে আছি বলে ফোন কেটে দেন। আবারো ফোন করলে তিনি বলেন আধঘন্টা পরে ফোন করছি। পরে আবারো ফোন করলে তিনি বলেন কালকে কথা বলব। তারপর তাকে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি।

## 'ব্ল্যাক পেপার' প্রকাশ করেছে কংগ্রেস, যা বললেন মোদি

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** বিজেপি নেতৃত্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত 'শ্বেত পত্র'-এর (হোয়াইট পেপার) পাল্টা হিসাবে 'ব্ল্যাক পেপার' (কালো পত্র) প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। আজ বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লিতে দলটির সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সংবাদ সম্মেলন করে এই 'ব্ল্যাক পেপার' প্রকাশ করেন। খাড়গে বলেন 'অর্থনৈতিক উন্নতিতে এই সরকার একেবারেই ব্যর্থ। আজ আমরা সরকারের বিরুদ্ধে 'কালো পত্র' বের করছি। যখনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংসদে তার মতামত তুলে ধরেন, তিনি তার ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখেন। একই সঙ্গে সরকারের ব্যর্থতার কথা বললেও তাতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাই আমরা একটি 'কালো পত্র' বের করতে চাই এবং জনগণকে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে জানাতে চাই।' খাড়গে জানান 'গত ১০ বছরে মোদির শাসনকালে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং কৃষকদের দুর্দশার বিষয়ে সরকারের 'ব্যর্থতা' তুলে ধরা হয়েছে এই 'ব্ল্যাক পেপার'এ। তেলেঙ্গানা, কর্নাটকের মত অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রের বঞ্চনা ও দ্বি-মাতৃ সুলভ আচরণের অভিযোগও তুলে ধরা হয়েছে।' তিনি আরো বলেন 'কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে আর ২০২৪ সালে দেশকে বিজেপির 'অন্যায়ের অন্ধকার' থেকে বের করে আনবে এই কংগ্রেস। এদিকে খাড়গের 'ব্ল্যাক পেপার' প্রকাশের পরই তাকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন 'খাড়গেজি এখানে আছেন। যদি কোন শিশু ভালো কোন কাজ করে, যদি কোন শিশু একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হয়, সে সুন্দর পোশাক পরে। তখন পরিবারের সদস্যরা তার কপালে একটি 'কালো টিকা' লাগিয়ে দেয়, যাতে খারাপ নজর না পড়ে। গত ১০ বছর ধরে ভারত যেভাবে সমৃদ্ধির নতুন শিখরে আরোহণ করছে, সেখানে আমরা অশুভ নজর থেকে নিরাপদ আছি তা নিশ্চিত করার জন্য 'কালো টিকা' লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এর জন্য আমি খাড়গেজি'কে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

## আগরতলা-আখাউড়ার মধ্যে রেল সংযোগ

**নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :** ভারতের নিশ্চিন্তপুর এবং বাংলাদেশের গঙ্গাসাগরের মধ্যে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের মাধ্যমে আগরতলা এবং আখাউড়ার একটি অংশের মধ্যে রেল সংযোগ ১ নভেম্বর, ২০২৩ চালু হয়।

রেল মন্ত্রকের ঘোষণা অনুযায়ী, রেল প্রকল্পগুলির কাজ জোনাল রেলওয়ের ভিত্তিতে অনুমোদিত হয়। তা কোনভাবেই রাজ্যভিত্তিক বা এলাকাভিত্তিক হয় না, তার কারণ এই প্রকল্পগুলি সব সময় রাজ্যের সীমানাকে অতিক্রম করে যায়। ০১.০৪.২০২৩-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পুরোপুরি বা আংশিক ৮১,৯৪১ কোটি টাকা বরাদ্দে ১৯টি রেল পরিকাঠামো প্রকল্প (১৪টি নতুন লাইন এবং পাঁচটি ডাবলিং), যা প্রায় ১,৯০৯ কিলোমিটার দীর্ঘ, তা সম্পাদনের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। এর মধ্যে ৪৮২ কিলোমিটার রেল লাইনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

সড়ক পরিবহণ এবং মহাসড়ক মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ২,০৬,১৯০.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৭৭টি সড়ক প্রকল্প সম্পাদনের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ৮,৩৪৮.৪৮ কিলোমিটার। বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ পরিবহণ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ১,০১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চারটি প্রকল্প সম্পাদনের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে।

আজ রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে একথা জানিয়েছেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী বি এল ভার্মা।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০৩৯ সংখ্যা ০৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ শুক্রবার ২৫ মাঘ, ১৪৩০

## বর্তমান পরমাণু বিদ্যুৎ শক্তি ক্ষমতাকে

### ৭৪৮০ মেগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ২০৩১-৩২-এর মধ্যে ২২৮০০ মেগাওয়াট করা হবে : ডঃ জিতেন্দ্র সিং

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে যে, বর্তমান পরমাণু বিদ্যুৎ শক্তি ক্ষমতাকে ৭৪৮০ মেগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ২০৩১-৩২-এর মধ্যে ২২৮০০ মেগাওয়াট করা হবে। লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে আণবিক শক্তি ও মহাকাশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, সরকার পরমাণু শক্তি ও অন্যান্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ডঃ জিতেন্দ্র সিং জানান যে, দেশে বিদ্যুৎক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির অংশ বাড়াতে সরকার যেসব পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে তাতে প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন রয়েছে। এইসব পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে - দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ৭০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১০টি প্রেশারাইজড হেভি ওয়াটার রিঅ্যাক্টর স্থাপন, পরমাণু ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত অসামরিক দায়বদ্ধতা পূরণ আইন (সিএলএনডি)-এর রূপায়ণ, পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাগুলির সঙ্গে সরকারি সংস্থাগুলির যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলা এবং জ্বালানি সরবরাহ সহ বিদেশি সংস্থাগুলির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর।

## সম্পাদকীয়

### সাইবার অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে

জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরো (এনসিআরবি)-র তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে সাইবার অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ২০২০ সালে যা ছিল ৭১২, ২০২১-এ তা কমে দাঁড়ায় ৫১৩-তে। এরপর ২০২২-এ তা কমে ৪০১-এ দাঁড়িয়েছে। এর পাশাপাশি, আসামে ২০২০-তে সাইবার অপরাধের সংখ্যা ছিল ৩,৫৩০, যা ২০২১-এ বেড়ে দাঁড়ায় ৪,৮৪৬। ২০২২-এ তা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ১,৭৩৩-এ দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরায় সাইবার অপরাধের সংখ্যা ২০২০-তে যেখানে ছিল ৩৪, ২০২১-এ তা কমে দাঁড়ায় ২৪-এ। এরপর ২০২২-এ তা আবার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০-এ। নাগাল্যান্ডে ২০২০ ও ২০২১-এ সাইবার অপরাধের সংখ্যা একই থাকলেও ২০২২-এর সংখ্যা ৪ দেখানো হলেও, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সাইবার অপরাধের সংখ্যা ২০২০-তে যেখানে ছিল ৫, ২০২১ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮-এ। এরপর ২০২২-এ তা অনেকখানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮-এ। রাজধানী শহর দিল্লিতে সাইবার অপরাধের সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী। ২০২০-তে যা ছিল ৬১, ২০২১-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫৬ এবং ২০২২-এ তা আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮৫-তে। জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরোর ২০২২-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এতে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তিন বছরের বিস্তারিত পরিসংখ্যান https://cybercrime.gov.in ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩ লক্ষ ২০ হাজার সিম কার্ড এবং ৪৯ হাজার আইএমইআই ব্লক করা হয়েছে। সাইবার অপরাধ রুখতে কেন্দ্রীয় সরকার সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। জাতীয় সাইবার ফরেন্সিক পরীক্ষাগার (তদন্ত) গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া সাইবার অপরাধ দমনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ বন্ধে সিসিপিডব্লিউসি প্রকল্পে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সাইবার ফরেন্সিক এবং প্রশিক্ষণ পরীক্ষাগার গড়ে তুলতে ১২২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। জাতীয় সাইবার ফরেন্সিক পরীক্ষাগার (সাক্ষ্য) হায়দরাবাদে গড়ে তোলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী অজয় কুমার মিশ্র রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে একথা জানিয়েছেন।

## পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

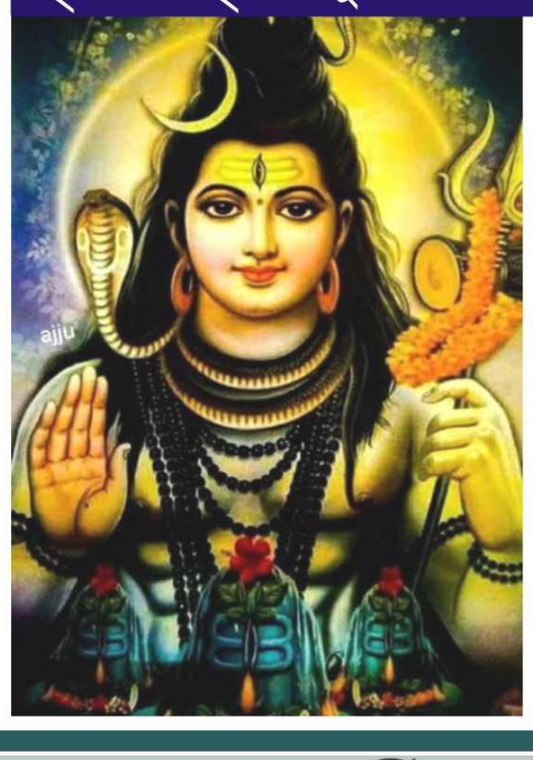


**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

এই প্রশ্নের উত্তর শুনে চমকে যান ওই সাধু। শিব জানায়, সে নিজেই নিজের পূ পিতামহ। কেন বলেছিলেন জানেন, সে কথায় অনুসন্ধানে যা বেরিয়ে এলে সেটি আপনাদের সামনে পরিবেশন করছে! ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যখন যুদ্ধ করছেন এমন সময় একটি জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আবির্ভাব হল। সেই লিঙ্গের আদি বা অন্ত ছিল না। বিষ্ণু বললেন, 'হে ব্রহ্মা, যুদ্ধ থামাও। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# সংবাদ লেখা ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতা আজকের দিনের কতটা জরুরি

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**

**(প্রথম পর্ব)**

আকাশবাণী ও দূরদর্শন ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং অন্য কোনও বৈদ্যুতিন মাধ্যম ছিল না। তবে আজকের দিনে আমাদের চারিদিকের বস্তুনিষ্ট ও নিরপেক্ষ সংবাদ সহজ ভাবে জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করাই সাংবাদিকতা বলে মনে করি আমরা। আর সেই কারণেই ,সোর্স নিয়োগে সতর্কতাঃ তিনিই হবেন একজন জনপ্রিয় সাংবাদিক যার রয়েছে সর্বস্তরে সোর্স। তবে সোর্স নিয়োগের ক্ষেত্রে অবলম্বন করতে হবে বিশেষ সতর্কতা। সোর্স নিয়োগের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার জ্ঞান কতটুকু এবং তিনি এ সংবাদের ব্যাপারে কতটা নিরপেক্ষতা যাচাই করে নিতে হবে। না হলে ভুল তথ্যের জন্য আপনার কষ্ট করে লেখা সংবাদটি গ্রহণযোগ্য হারাতে পারে। আপনার সম্পর্কেও মানুষের জন্মাতে পারে ভ্রান্ত ধারণা। এদিকে সংবাদ লেখার সহজ উপায়ঃ আধুনিক ইলেকট্রনিক্স যুগে সংবাদপত্রের পুরাতন ধ্যান ধারণা অনেকটা পাল্টিয়েছে। সংবাদ লেখার অনেক নিয়ম কানুনেরও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তবে সংবাদ লেখার প্রথমেই ঠিক করে নিতে হবে "সংবাদ শিরোনাম" সংক্ষিপ্তাকারে চমকপদ্র আর লিখতে হবে শিরোনাম, যাতে পাঠকের সংবাদ পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এরপরে লিখতে হবে "সূচনা সংবাদ"। ইংরেজীতে যাকে ইনট্রো বলে। সূচনা সংবাদ হলো পুরো সংবাদের সংক্ষিপ্ত সার। সূচনা সংবাদ পড়েই পাঠক বুঝতে পারবে সংবাদের পুরো বিষয়বস্তু। সংবাদ লেখার শব্দ ও বাক্য হতে হবে সহজ সরল ও বোধগম্য। ছোট ছোট বাক্যে সাবলীল ভাষায় লেখা হলে পাঠকরা পড়ে স্বস্তি্ম পাবে। সংবাদটি অবশ্যই তথ্য নির্ভর হতে পারে। অনুমান কিংবা আবেগের কোন স্থান নেই এখানে। সংবাদের মধ্যে যিনি যত বেশী তথ্য সংযোজন করতে পারবেন তার সংবাদটি পাঠকের কাছে তত বেশি গ্রহণযোগ্য হবে।বলা যাবেনা আজ কোন সংবাদ নেইঃ খুন-খারাপি, ধর্ষণ,ক্রস, বোমা হামলা, আত্মহত্যা, অপহরণ, সংঘাত, সংঘর্ষ দূর্ঘটনা, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, গ্রেফতার, অগ্নিকান্ড না ঘটলে সেদিন আমরা বলে থাকি আজ কোন সংবাদ নেই। একজন পেশাদার সংবাদিকের জন্য এই কথাটি বড়ই লজ্জাকর।

সাংবাদিকতার প্রাথমিক স্তরেই সবার জানা হয়ে যায় যে, সংবাদে কোনো অবস্থাতেই ধর্ষিতা বা যৌন নিপীড়নের শিকারের নাম প্রকাশ করা যাবে না। এটা মোটামুটি সবাই জানেন বলে ধর্ষিতা বা যৌন নিপীড়নের শিকারের নাম প্রকাশিত হতে খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে ধর্ষিতার এলাকার নাম বা তাঁর কোনো আত্মীয়ের নাম বা পরিচয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। যাঁরা প্রকাশ করেন, তাঁদের আসলে নাম, পরিচয় প্রকাশ না করার পেছনের কারণগুলো সম্পর্কেই হয়ত ধারণা নেই। নইলে তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতেন, এলাকা, বিশেষ করে আত্মীয়ের নাম প্রকাশ করলে যৌন নিপীড়ন বা ধর্ষণের শিকারের নাম জানাজানি হতে বিশেষ কিছু বাকি থাকে না। এ বিষয়টি 'কমন সেন্স' থাকলেই বোঝা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো, অনেকেরই যেন সেই সেন্স বা সেন্স খাটানোর সময় নেই। এ যুগেও কোনো সাংবাদিকের এমন ভুল সত্যিই মর্মান্তিক। ক্রাইম রিপোর্ট লেখার কৌশলঃ ক্রাইম রিপোর্ট সংবাদ পত্রের জন্য একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। ক্রাইম রিপোর্ট একজন সাংবাদিককে রাতারাতি জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে যেতে পারে। আবার ভুল তথ্যের কারণে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক বিড়ম্বনার শিকার হতে পারে। তাই ক্রাইম রিপোর্ট লেখার আগে সাংবাদিককে চরম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যা করতে হবে তা হলো, যার যা যাদের বিরুদ্ধে যে তথ্য আছে তা গোপনে সংগ্রহ করতে হবে। সম্ভব হলে সকল ডকুমেন্ট (ছবি, পেপার) নিজ আয়ত্বে আনতে হবে। তথ্য সংগ্রহ করা শেষ হলে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার বক্তব্য গ্রহণ করতে হবে (বক্তব্য ক্যাসেট বন্দী করতে পারলে ভালো হয়)। সাংবাদিকের নিজের কোন কথা সংবাদের মধ্যে সংযোজ না করাই উচিত। ডকুমেন্ট ও সূত্রের কাঁধে ভর করেই সংবাদ লিখতে হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যক্তব্য সংবাদের মধ্যে গুরুত্ব সহকারে লিখতে হবে। প্রতিবেদকের কাছে যদি তাঁর বক্তব্য খন্ডন করার মত উপযুক্ত প্রমাণ থাকে তাহলে"প্রতিবেদকের ভাষ্য" হিসেবে তা সংবাদের মধ্যে উপস্থাপন করা বাঞ্চনিয়। সম্মানী সাংবাদিক হওয়াঃ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদই একজন সাংবাদিককে সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে। এক্ষেত্রে নৈতিকতার বিষয়টি অগ্রহণ্য। এছাড়া ভালো রিপোর্টার বা সাংবাদিক হতে হলে নিয়মিত পত্রিকা পড়তে হবে। যে সংবাদগুলো তথ্য হিসেবে ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে তা সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতিদিনের ঘটনা ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার বিষয়ে বই পত্র সংগ্রহ করে তা নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে। যে সংবাদগুলো তথ্য হিসেবে ভবিষ্যতে কাজে লা গতে পারে তা সং রক্ষণ করতে হবে। প্রতিদিনের ঘটনা ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার বিষয়ে বইপত্র সংগ্রহ করে তা নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে। সাংবাদিকতার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং তাদের লেখা সংবাদ অনুসরণ করতে হবে। এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে সংবাদ লেখা ও প্রকাশের পর সাংবাদিকের করণীয়ঃ সংবাদ লেখার পর কমপক্ষে একবার ভালভাবে পড়বে হবে। বানান ভুল হলে, তথ্য বাদ পড়লে বা বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে তা সংশোধন করে পত্রিকায় পাঠাতে হবে। প্রেরিত সংবাদের ফটোকপি অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। সংবাদটি প্রকাশ হওয়ার পর মিলিয়ে দেখতে হবে। লেখা সংবাদটি হুবহু ছাপা হয়েছে নাকি এডিট করা হয়েছে। যদি এডিট করা হয়ে থাকে তবে পরবর্তীতে সংবাদ লেখার সময় ত্রুটিগুলো সংশোধণ করা সুবিধা হবে।

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

# শ্রীরামপুর সিদ্ধেশ্বর কালী মন্দিরে ছিন্ন মস্ত পূজা

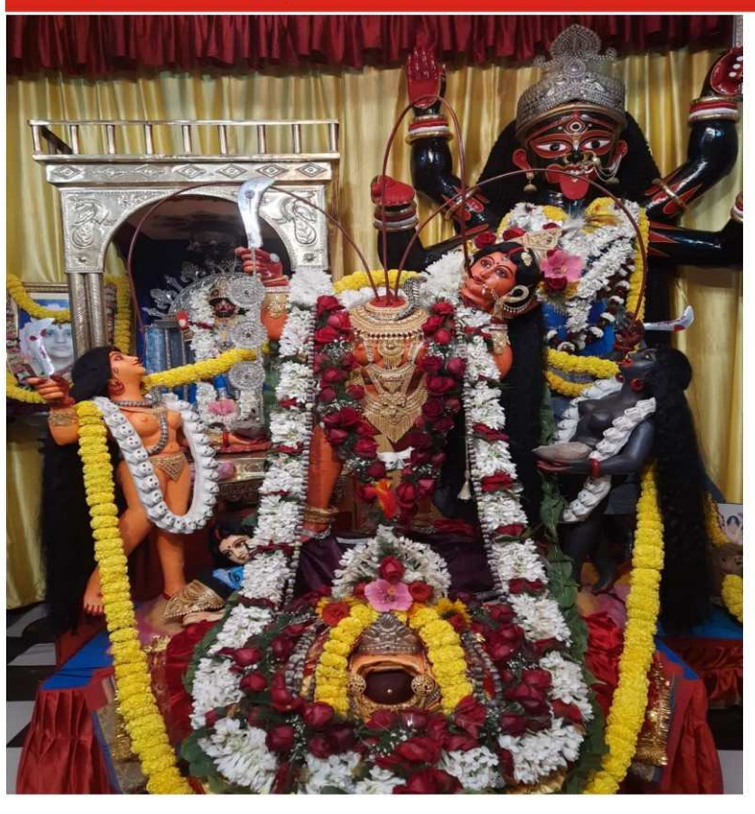

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** হিন্দু দেবমণ্ডলীতে নগ্ন ও কবন্ধাকার দেবীরা ছিলেন যৌনশক্তির প্রতীক। তাঁদের যৌনাঙ্গের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই নাকি তাঁদের কবন্ধাকার কল্পনা করা হত !এক হাতে নিজেরই কাটা মুণ্ড, অপর হাতে কাতরি। কাটা গলা থেকে ফিনকি দিয়ে উঠেছে তিনটি রক্তের ধারা। দেবী নিজের ছিন্ন মুণ্ডকে রক্তপান করাচ্ছেন। রক্তপান করছেন, দেবীর দুই সখিও। আর দুই পায়ে দলছেন সংগমরত এই যুগলকে। এই রূপ আমাদের সকলেরই চেনা। হ্যাঁ, ইনিই দেবী ছিন্নমস্তা বা প্রচণ্ডচণ্ডিকা। দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। মায়ের আরাধনায় আড়ত্ত দেবী হিসেবে নিচে আত্মতুষ্টি এবং আত্মশুদ্ধি করতে চলেছেন সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির শ্রীরামপুরে পরমানন্দ গিরি। তিনি তার জীবনটাকে আজ যেন মায়ের পায়ে সমর্থন করে দিচ্ছে। নিজের হাতে মাকে সাজিয়ে পূজার সমস্ত জোগাড় করে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির শ্রীরামপুরে পূজার সাজসজ্জা সেজে উঠেছে আজ। পরমানন্দ গিরি আরধ্য দেবতা হিসেবে তাকে আরাধনায় বতি হয়েছে।

# সিনেমার খবর

cinema TV

## মন ভালো নেই ঋতুপর্ণার

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** বেশ কয়েকদিন ধরে মন ভালো নেই দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর। কারণ তার প্রাণপ্রিয় মা হাসপাতালে। এ জন্য তিনি ভীষণ দুশ্চিন্তায়ও রয়েছেন।

এদিকে মেডিক্লেম সংস্থার বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ এনেছেন ঋতুপর্ণা। তার মা নন্দিতা সেনগুপ্ত ২৫ জানুয়ারি থেকে দক্ষিণ কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল থেকে বৃহস্পতিবার তাকে ছুটি দেওয়া হয়।

কিন্তু ঋতুপর্ণার পরিবারের অভিযোগ, বিমা সংস্থা তাদের সঙ্গে অসহযোগিতা করছে। ২ ফেব্রুয়ারি দুপুর পর্যন্ত মাকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারেননি এ অভিনেত্রী।

ঋতুপর্ণার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং মূত্রনালির সংক্রমণ নিয়ে ওই হাসপাতালে ভর্তি হন অভিনেত্রীর মা। বৃহস্পতিবার ডাক্তার তাকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু হাসপাতালের বিল নিয়ে বিমা সংস্থা পরিবারের সঙ্গে অসহযোগিতা করে চলেছে বলে অভিযোগ।

ফলে আজ বিকাল পর্যন্ত অভিনেত্রী মাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারেননি। ঋতুপর্ণার ভাই প্রদীপ্ত সেনগুপ্ত ভারতীয় একটি গণমাধ্যমকে বললেন, "মেডিক্লেম সংস্থা একের পর এক নথি চাইছে। আমরা সব দেওয়ার পরেও বলছে যে 'ক্যাশলেস' করা যাবে না। অথচ যা বিল হয়েছে, তাতে পলিসির চুক্তি অনুযায়ী পুরোটাই আমাদের বিমা সংস্থার থেকে পাওয়ার কথা।'

তিনি আরও বলেন, 'মায়ের বয়স হয়েছে। উনি বাড়ি যেতে চাইছেন। এ দিকে দুদিন ধরে আমাদের ঘোরানো হচ্ছে। হাসপাতালের বিলও বাড়ছে। এটা ঠিক নয়।'

ঋতুপর্ণা তার মাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে শহরের বাইরে গিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার তিনি শহরে ফিরেছেন। আজ তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, 'আমি হাসপাতালেই যাচ্ছি। আমার ভাই রয়েছে ওখানে। ওরা এরকম কেন করছে বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা, আমাদের বিমা এজেন্ট এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত।'

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, সমস্যাটি বিমা সংস্থার। হাসপাতালের বিরুদ্ধে রোগীর পরিবারের কোনো অভিযোগ নেই। তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। যদি বিমা সংক্রান্ত সমস্যা না মেটে, সেক্ষেত্রে আজ বিল মিটিয়ে মাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারতেন ঋতুপর্ণা। পরে তিনি বিমা সংস্থার কাছে টাকা ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

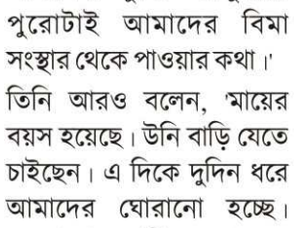

## আরবাজের দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন সাবেক প্রেমিকা জর্জিয়া

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** 'মালাইকা অরোরার সঙ্গে ১৭ বছরের দাম্পত্যে ইতিটানার পর বলিউড অভিনেতা আরবাজ খান বিদেশি মডেল জর্জিয়া আন্দ্রিয়ানির প্রেমে পড়েন। তবে তার সঙ্গেও প্রায় পাঁচ বছরের সম্পর্ক ভেঙে গত ২৪ ডিসেম্বর অভিনেত্রী সুরা খানকে বিয়ে করেন আরবাজ। সম্পর্ক ভেঙে গেলেও খান পরিবারকে নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ জর্জিয়া। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জর্জিয়া জানান আরবাজের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোর পর থেকে খান পরিবারকে কাছ থেকে দেখেছেন। তিনি বলেন, ওরা খুব ভালো মানুষ, খোলা মনের মানুষ। ওদের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা খুবই মধুর।

এছাড়া জর্জিয়া জানান, ২০১৭ সাল থেকেই আরবাজের সঙ্গে সম্পর্ক তার। বহু বছর সম্পর্কে থাকলেও বিয়ে করার চিন্তাভাবনা কখনই করেননি তারা। তবে ইদানীং সুরার সঙ্গে আরবাজের সুখী দাম্পত্য জীবনের ছবি সর্বত্র ঘুরছে। এবার সে প্রসঙ্গেই কি নিজের বেদনার কথা জানালেন জর্জিয়া? অভিনেত্রীর কথায়, আরবাজ ভালো মানুষ। শূন্যতা যেন রয়েই যায়। তবে ছেড়ে দেওয়া অত সোজা নয়, একজন মানুষের সঙ্গে সবটা জড়িয়ে থাকে, সম্পর্কটা শেষ করার জন্য একজনকে বেরোতেই হয়। আমার ওর প্রতি শুভেচ্ছা রইল। আমি আমার জীবনের নতুন শুরুর দিকে এগোচ্ছি।

## ১০ দিনে হৃতিক-দীপিকার সিনেমার আয় কত?

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত বলিউড সিনেমা 'ফাইটার'-এ জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন হৃতিক রোশান ও দীপিকা পাড়ুকোন। গত ২৫ জানুয়ারি বিশ্বব্যাপী মুক্তি পেয়েছে এটি। শুধু ভারতের ৪ হাজার ২০০ পর্দায় প্রদর্শিত হচ্ছে সিনেমাটি।

অ্যাকশন ঘরানার এ সিনেমা মুক্তির আগেই বিতর্কে জড়ায়। প্রথমত, আপত্তিকর দৃশ্যসহ বেশ কিছু কারণে সেন্সর বোর্ডের কাঁচির নিচে পড়ে। দ্বিতীয়ত, মুক্তির দু'দিন আগে গলফ করপোরেশন কাউন্সিল ভুক্ত পাঁচটি দেশে নিষিদ্ধ করা হয় সিনেমাটি। তারপরও অগ্রিম টিকিট বিক্রি করে আলোচনার জন্ম দেয়। মুক্তির প্রথম দিনে বক্স অফিসে বেশ সাড়া ফেলে; সময়ের সঙ্গে আয়ের পরিমাণ ওঠা-নামা করছে। মাঝে টানা কয়েক দিন আয় কম থাকলেও গতকাল তা বেড়েছে।

বলি মুভি রিভিউজ জানিয়েছে, মুক্তির প্রথম দিনে ভারতে সিনেমাটি আয় করেছে ২৪.৬ কোটি রুপি, দ্বিতীয় দিনে আয় করেছে ৪১.২ কোটি রুপি, তৃতীয় দিনে আয় করেছে ২৭.৬ কোটি রুপি, চতুর্থ দিনে আয় করেছে ৩০.২ কোটি রুপি, পঞ্চম দিনে আয় করেছে ৮ কোটি রুপি।

'ফাইটার' ৬ষ্ঠ দিনে আয় করেছে ৬.৭৫ কোটি রুপি, সপ্তম দিনে আয় করেছে ৬ কোটি রুপি, অষ্টম দিনে আয় করেছে ৫.৫ কোটি রুপি, নবম দিনে আয় করেছে ৫.৫ কোটি রুপি, দশম দিনে আয় করেছে ১০ কোটি রুপি। ভারতে সিনেমাটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১৬৫.৩৫ কোটি রুপি। আর বিশ্বব্যাপী সিনেমাটির মোট আয় ২৬৬.৬ কোটি রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩৫১ কোটি ৮৭ লাখ টাকার বেশি।

## পুনমের মৃত্যু খবর কাণ্ডে যা বললেন তার সাবেক স্বামী

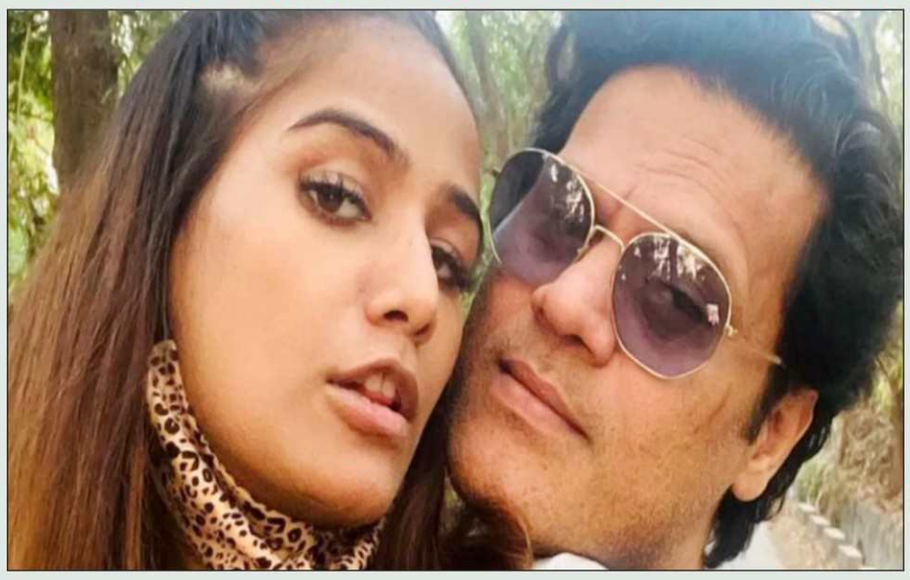

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** সব সময় আলোচনায় থাকতে চান বলিউড অভিনেত্রী পুনম পান্ড। তবে এবার মৃত্যুর খবর কাণ্ড ঘটিয়ে পেছনের সব ঘটনাকে ছাপিয়ে গেছেন তিনি। সব শ্রেণির মানুষ তার এবারের ঘটনায় হতবাক হয়েছেন। কেউ কেউ এমন ঘটনা ঘটানোর জন্য তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন।

এর আগে একবার মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে স্ত্রী পুনমকে মারধর করায় হাজতে পাঠান তার স্বামীকে। এবার পুনমকে নিয়ে চারপাশে যখন কটাক্ষ, অভিনেত্রীর পাশে দাঁড়ালেন সেই স্যাম।

জরায়ু মুখের ক্যানসারে পুনম পান্ডে মৃত্যু হয়েছে - এ খবরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে। তবে একদিন পার হতেই নিজেই ক্ষমা চেয়ে জীবিত থাকার খবর জানান অভিনেত্রী। জরায়ু মুখের ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতেই এ কাজ করেছেন বলে জানিয়েছেন পুনম।

পুনমের মৃত্যুর খবর পেয়ে শোকে ভেঙে পড়ে পুরো বলিউড। অনুপম খের, কঙ্গনা রানাউতের মতো বড়পর্দার তারকা থেকে ছোটপর্দার অভিনেতারাও শোকপ্রকাশ করতে শুরু করেন।

শনিবার পুনম প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষেপেছেন তারাই। অভিনেত্রীকে কড়া ভাষায় নিন্দা করেছেন। তবে অভিনেত্রীর এ দুর্দিনে তাকে 'সাহসী' আখ্যা দিলেন তার সাবেক স্বামী স্যাম বোম্বে।

শুরু থেকেই পুনমের মৃত্যুর খবর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না স্যাম। ক্রমাগত বলেছেন তার খটকা লাগছিল। অভিনেত্রীর মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'আমি এখনো পুরোপুরি এটা বিশ্বাসই করে উঠতে পারছি না। এ খবরটা বিশ্বাস করতে চাই না। নিজেকে গোছানোর চেষ্টা করছি। এ সময়ে সবার সমবেদনার জন্য ধন্যবাদ, তবে আমার কেন জানি একটা খটকা লাগছে। কিছু ঠিক নেই।'

২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে বিয়ে করেন স্যাম-পুনম। সে মাসেই গোয়ায় মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে বিতর্কে জড়ান। ঘুরতে গিয়ে তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগ এনেছিলেন। দক্ষিণ গোয়ার ক্যানাকোনা থানায় স্বামী স্যাম বম্বের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি এবং শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। সেবারও স্যামকে গ্রেফতার করা হয়।

তারপর মাসখানেকের মধ্যে বিচ্ছেদ হয় স্যাম-পুনমের। তবে সেই বিচ্ছেদ আইনত নয়। আলাদা থাকেন তারা। সেভাবে যোগাযোগ না থাকলেও, পুনমের শুভানুধ্যায়ী তিনি, দাবি করেছেন স্যাম।

পুনমের জীবিত থাকার খবর প্রকাশ্যে আসতে যখন সবাই প্রায় কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তাকে, সেই সময় স্যাম বলেন, 'আমি খুশি ও করে দেখিয়েছে। ও বেঁচে আছে। এটাই আমার কাছে যথেষ্ট। পুনম পান্ডে অসাধারণ। তিনি সবচেয়ে সাহসী ভারতীয় নারী। এখন থেকে বেশ কয়েক বছর পরে ওকে নিয়ে উদযাপন করা হবে। ওর এখনো অনেক কিছু করা বাকি আছে।'

## সত্যজিতের পাণ্ডুলিপি যেভাবে চুরি করেন স্পিলবার্গ

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** উপমহাদেশের অনেক বিখ্যাত চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে হলিউডের চলচ্চিত্র থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে। কিন্তু জেনে অবাক হবেন হলিউডের বিখ্যাত নির্মাতা 'ইটি'র পরিচালক স্পিলবার্গ চুরি করেছিলেন সত্যজিতের লেখা পাণ্ডুলিপি। একই অভিযোগ করেন বিশ্ববিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান লেখক আর্থার সি ক্লার্কও। ১৯৮২ সালে মুক্তির পরেই সত্যজিৎ রায় দাবি করেন ইটি চলচ্চিত্রটি নকল করা হয়েছে তার লেখা থেকেই। সেসময় বিশ্বব্যাপী তুমুল আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছিল এ চুরির অভিযোগ নিয়ে। দুই ভাগ হয়ে পড়েছিল বিশ্ব মিডিয়া। একদিকে বিশ্বখ্যাত পরিচালক স্টিভেন স্পিলবার্গ। তবে স্পিলবার্গের ব্যবহারে মনঃক্ষুণ হয়েছিলেন সত্যজিৎ। এ ছবি মুক্তির পরপরই এক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্বের থেকে ফোনকল পেয়েছিলেন সত্যজিৎ। ফোনটি করেছিলেন বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান লেখক আর্থার সি ক্লার্ক। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে রীতিমতো উত্তেজিতভাবে তিনি সত্যজিতকে জানিয়েছিলেন, স্পিলবার্গের 'ইটি'র গল্পের সঙ্গে অদ্ভুত মিল সত্যজিতের লেখা 'দ্য এলিয়েন' ছবির চিত্রনাট্যের। সত্যজিতের লেখা 'এলিয়েন'-এর চিত্রনাট্য 'লিক' হয়ে গিয়েছিল।

১৯৮৩ সালে 'ইন্ডিয়া টুডে'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ 'ইটি' প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার লেখা এলিয়েনের চিত্রনাট্য ছাড়া এ ছবিই তৈরি করতে পারতেন না স্পিলবার্গ।' সেই সাক্ষাৎকারেই আর্থার সি ক্লার্কের ফোন করার ঘটনাটিও সামনে আনেন সত্যজিৎ। 'লন্ডন থেকে আর্থার তো ফোনে বলেওছিলেন আমি যেন এ বিষয়টিকে মোটেও হালকা করে না নিয়ে বসে থাকি। বরং কপিরাইটের মামলা ঠুকি ইটির বিরুদ্ধে!'

তবে শেষ পর্যন্ত স্পিলবার্গের বিরুদ্ধে কোনোরকম মামলা দায়ের করেননি সত্যজিৎ। শুধু বলেছিলেন, অকারণে 'ইটি'র ছবির প্লট কঠিন করেছেন স্পিলবার্গ। অন্যদিকে স্পিলবার্গ এ 'চুরির অভিযোগ' সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছিলেন। যুক্তি হিসেবে বলেছিলেন, তিনি তখন স্কুলের ছাত্র যখন 'দ্য এলিয়েন'-এর চিত্রনাট্য বাজারে 'লিক' হয়ে গিয়েছিল। দ্য এলিয়েন-এর চিত্রনাট্যে রাখা হয়েছিল বাংলার এক গ্রামের পটভূমিকায় নেমে আসবে ভিনগ্রহের এক জীব। আর স্টিভেন স্পিলবার্গের ইটি আবর্তিত হয় হলিউডের প্রেক্ষাপটে। স্কুলের ছাত্র বড় হয়ে সেই পাণ্ডুলিপি চুরি করেননি। হুবহু একই আইডিয়া স্টিভেন স্পিলবার্গ বড় হওয়ার পর তার মাথায় এসেছে। বিষয়টা বিস্ময়কর নয়?

## জাভি ছাড়া অন্য কেউ হলে
# বরখাস্ত করে দিতাম: বার্সা প্রেসিডেন্ট

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** লা লিগার খেলায় ভিয়ারিয়ালের কাছে ৫-৩ গোলে হারের পর বার্সেলোনা ছাড়ার ঘোষণা দেন কোচ জাভি হার্নান্দেজ। তবে এমন হারে জাভিকে নিয়ে কোনো অভিযোগ করেনি বার্সা। তিনি যেন বার্সার সঙ্গেই থাকেন সেটাই চেয়েছিল স্প্যানিশ জায়ান্ট ফুটবল ক্লাবটির কর্তৃপক্ষ।

বার্সা প্রেসিডেন্ট হুয়ান লাপোর্তা দাবি করেছেন, জাভি ছাড়া অন্য কেউ যদি বার্সেলোনার প্রধান কোচ হতেন, তাহলে তিনি তাকে বরখাস্ত করে দিতেন। একই সঙ্গে লাপোর্তা এটিও বলেছেন, মৌসুম শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কোচকে বরখাস্ত করতেন না।

জাভিকে সরানোর বিষয়ে বার্সা প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'এটি আমার মনে কখনোই আসেনি। তবে লাপোর্তা স্বীকার করেছেন, অন্য কোনো কোচ হলে এই ফলাফল কখনোই মেনে নিতেন না তিনি।'

এক সাক্ষাৎকারে লাপোর্তা বলেন, 'তিনি (জাভি) আমাকে বলেছিলেন (পদত্যাগের বিষয়ে), যখন আমি ড্রেসিংরুমে গিয়েছিলাম। এটি খুবই আশ্চর্যজনক ছিল। কারণ, আমরা এই বিষয়ে কোনো কিছুই জানতাম না। তিনি আমাকে বললেন, আমি (জাভি) পদত্যাগ করছি। আমি তাকে মৌসুমের শেষ পর্যন্ত থাকার প্রস্তাব দিলাম। এখনও এক বছর বাকি আছে (মেয়াদ শেষের), আমি সেটা ভাবিনি। তিনি বললেন, এটাই তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি তার (জাভি) কথা মনোযোগ সহকারে শুনেছিলাম। কারণ, তিনি একজন সৎ ব্যক্তি, পরম মর্যাদার সাথে তিনি বার্সেলোনাকে ভালোবাসেন। যখন তিনি আমাকে বললেন, আমি ভেবেছিলাম, চাপের মধ্যে থাকার কারণে এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। খেলোয়াড়দের এবং নিজেকে মুক্ত করার সবচেয়ে উপায় এটাতেই মনে করেছিলেন তিনি। ক্লাবের জন্য ভালো ছিল বিলম্বিত পদত্যাগ।'

জাভির স্থানে কাকে বার্সার দায়িত্ব দেওয়া যায়, সেটি ঠিক করতে লাপোর্তা স্পোর্টিং ডিরেক্টর ডেকোকে নিয়োগ করেছেন। জাভি যদি মৌসুমের মাঝামাঝি চলে যেতেন তবে তিনি জোরালো ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে বার্সেলোনা-বি কোচ রাফা মার্কুইজকে দায়িত্ব দিতেন।

এ বিষয়ে লাপোর্তা বলেন, 'তিনি (মার্কুইজ) বাদ যাচ্ছেন না, তার খুব ভালো ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। তিনি প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং খেলোয়াড়দের জানেন। এটা তার জন্য একটি সম্পদ। অতএব, যখন আমি বলি যে আমরা জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুত, এটিই (মার্কুইজকে কোচ বানানো) তাই।'

তিনি আগ্রহী। ইতিমধ্যেই বলেছেন, 'তিনি তার সমস্ত কিছু দেবেন। স্বাধীনভাবেই কাজ করবেন। আগের চেয়ে আরও বেশি অনুপ্রাণিত হয়েই কাজ করবেন, সেটি আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি।'-যোগ করেন লাপোর্তা।

তবে জাভির অভিযোগ, তার সঙ্গে যথাযথ আচরণ করা হয়নি। সমালোচকরা শুধু সমালোচনাই করে গেছেন, অর্জনকে তারা কখনো স্বীকার করেনি। যে কারণেই তিনি বার্সা ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

# মাঠে ফেরার অপেক্ষা বাড়ছে রশিদ খানের

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** রশিদ খানের মাঠে ফেরার অপেক্ষা বেড়েই চলেছে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজেও এই তারকা লেগ স্পিনারকে পাবে না আফগানিস্তান। পিঠে অস্ত্রোপচারের পর এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেননি তিনি।

গত ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর থেকে পেশাদার ক্রিকেটের বাইরে আছেন রাশিদ। নভেম্বরে পিঠের চোটের জন্য শল্যবিদের ছুরিকাঁচির নিচে যেতে হয় তাকে। গত মাসে ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে থাকলেও কোনো ম্যাচ তিনি খেলতে পারেননি। বিগ ব্যাশ, এসএটোয়েন্টি ও পিএসএল থেকে নাম সরিয়ে নেন ২৫ বছর বয়সী ক্রিকেটার।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের জন্য আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের ঘোষিত ১৫ সদস্যের দলে ডাক পেয়েছেন গুলবাদিন নাইব ও ফারিদ আহমাদ। দুইজনই গত বিশ্বকাপে রিজার্ভ হিসেবে দলে ছিলেন। এবার জায়গা পেয়ে গেলেন মূল দলে। ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়েছেন নাজিবউল্লাহ জাদরান ও আব্দুল রহমান। চোটের কারণে নেই মোহাম্মাদ সালিম।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে চলমান একমাত্র টেস্টে অভিষেক ইনিংসে ৪ উইকেট নেওয়া নাভিদ জাদরানও জায়গা করে নিয়েছেন ওয়ানডে দলে। এখন পর্যন্ত মাত্র ৬টি লিস্ট 'এ' ম্যাচ খেলে ৯ উইকেট নিয়েছেন ১৮ বছর বয়সী এই পেসার। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে ওয়ানডে সিরিজ। সবগুলো ম্যাচ হবে পাল্লেকেলেতে। এরপর ডাম্বুলায় তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল।

আফগানিস্তান ওয়ানডে দল: হাশমাতউল্লাহ শাহিদি (অধিনায়ক), রেহমাত শাহ, রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইকরাম আলিখিল, ইব্রাহিম জাদরান, রিয়াজ হাসান, আজমাতউল্লাহ ওমারজাই, মোহাম্মাদ নাবি, গুলবাদিন নাইব, কাইস আহমাদ, নুর আহমাদ, মুজিব-উর-রহমান, ফাজালহাক ফারুকি, নাভিদ জাদরান, ফারিদ আহমাদ।

## শ্রীলঙ্কা সিরিজে কি
# দলে জায়গা হবে মাহমুদুল্লাহর?

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** নানান আলোচনা-সমালোচনায় পর ওয়ানডে বিশ্বকাপে জায়গা হয়েছিল মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের। সেখানে ৩৭ বছর বয়সেও চমক দেখিয়েছেন এই 'সাইলেন্ট কিলার'। ভারত বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়ে নিজের অভিজ্ঞতার জানান দিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) চলতি আসরেও রান পাচ্ছেন ময়মনসিংহের এই ক্রিকেটার। তাই আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তাকে বিবেচনায় রাখছেন অনেক বোর্ড পরিচালক। তবে প্রধান কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহের কোর্টে বল ঠেলে দিয়েছেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু। আসন্ন শ্রীলঙ্কা সিরিজেও অনিশ্চিত মাহমুদুল্লাহ। ঘরের মাঠে লঙ্কানদের বিপক্ষে মাহমুদুল্লাহর জায়গা হবে কি না, তা একান্তই হাথুরুর ওপর নির্ভর করছে।

বিসিবির প্রধান নির্বাচকের মন্তব্য, আমরা পরবর্তী সিরিজের দল গঠনের জন্য কাজ শুরু করেছি। হেড কোচের পরিকল্পনা নিয়েই আগাচ্ছি।

অন্যদিকে আসন্ন লঙ্কান সিরিজে বিশ্রাম চান পেসার তাসকিন আহমেদ। তবে এই বিষয়ে নাকি কিছু জানেন না প্রধান নির্বাচক।

## শেষ মুহূর্তের গোলে
# রিয়ালের পয়েন্টে ভাগ বসালো অ্যাতলেটিকো

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** রিয়াল মাদ্রিদের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ব্রাহিম দিয়াজ গোল করলেন ম্যাচের ২০ মিনিটে। খেলার শুরুতেই গোল করে এগিয়ে থাকা রিয়াল লিড ধরে রেখেছে ম্যাচের নির্ধারিত ৯০ মিনিট পর্যন্ত।

কিন্তু অতিরিক্ত সময়ের ৩ মিনিটে আচমকা হেড দিয়ে গোল করে বসে অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদ। ম্যামফিস ডিপায়ের অ্যাসিস্টে দুর্দান্ত হেডে রিয়ালের জালে বল জড়িয়ে দেন মার্কস লরেন্ট। শেষ মুহূর্তে গোল করে রিয়ালের পয়েন্টে ভাগ বসালো তাদেরই নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাতলেটিকো। জমজমাট লড়াইয়ে মাদ্রিদ ডার্বি শেষ হলো ১-১ গোলে ড্র হয়ে।

রিয়ালের ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে এই ম্যাচে ড্র করে দুইদলের কারোই পয়েন্ট টেবিলের অবস্থান পরিবর্তন হয়নি। ২৩ ম্যাচে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই আছে রিয়াল। অপরদিকে সমান ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চতুর্থস্থানই বহাল আছে অ্যাতলেটিকোর।

সমান ম্যাচ খেলে রিয়ালের থেকে ২ পয়েন্ট কম ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয়স্থানে আছে জিরোনা।

ম্যাচ শেষে রিয়ালের কোচ কার্লো আনচেলত্তি সাংবাদিকদের বলেন, 'এটি আমাদের পক্ষ থেকে একটি ভালো একটি ম্যাচ ছিল। আমরা ম্যাচটি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি। কিন্তু শেষ মিনিটে একটি গোল হজম করা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের।'

'আমরা ভালো করেছি। জেতার যোগ্য ছিলাম। কিন্তু আমাদের অভিযোগ করার কিছু নেই। আমরা টেবিলের নেতৃত্ব দিচ্ছি এবং আগামী শনিবার আমাদের সামনে আরও একটি বড় পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ আছে। দলকে শান্ত হতে হবে, এই ম্যাচে আমাদের একটি ভালো পয়েন্ট বেরিয়ে এসেছে।'- যোগ করেন আনচেলত্তি।

## 'মেসি সর্বকালের সেরা,
# আর রোনালদোর চেয়ে আমি সেরা'

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর মধ্যে কে সেরা? এই বিতর্কের যেন শেষ নেই! ইউরোপা মাতানো দুই তারকা চলে গেছেন দুই প্রান্তের দুই ক্লাব আল নাসর ও ইন্টার মায়ামিতে। তাও বিতর্ক থামছেই না। তাতে এবার যোগ দিলেন বেলজিয়ান তারকা এডেন হ্যাজার্ড।

ফরাসি গণমাধ্যম লেকিপকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হ্যাজার্ড দাবি করেন, মেসিই সর্বকালের সেরা ফুটবলার। আর তিনি (হ্যাজার্ড) নিজে রোনালদোর চেয়েও সেরা ফুটবলার। হ্যাজার্ড বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে বললে মেসিই একমাত্র খেলোয়াড় যার খেলা দেখতে ভালো লেগেছে। সে ইতিহাসের সেরা। ক্রিশ্চিয়ানো আমার চেয়ে বড় খেলোয়াড় কিন্তু সত্যি বলতে আমি তা মনে করি না।'

শ্রেষ্ঠত্বের পাল্লাটা মেসির দিকেই ঝুলিয়ে দিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদ খেলে যাওয়া এই তারকা ফুটবলার। তিনি আরও যোগ করেন, 'আমার মতে মেসিই সর্বকালের সেরা ফুটবলার। মেসিই একমাত্র ফুটবলার যার কাছ থেকে বল কেড়ে নেওয়া অসম্ভব। আর পরিচ্ছন্ন ফুটবলের দিক থেকে আমি রোনালদোর চেয়েও সেরা।'

# দারুণ জয়ে লিগ টেবিলে বড় লাফ ম্যান ইউ'র



**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** জন্মদিনে চমৎকার গোলে দলকে এগিয়ে নিলেন গাসমুস হয়লুন। বিরতির পর জোড়া গোলের আনন্দে মাতলেন আলেহান্দ্রো গারনাচো। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে রবিবার (০৪ ফেব্রুয়ারি) ওয়েস্টহ্যাম ইউনাইটেডকে ৩-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে এরিক টেন হাগের দল। এর আগে, গত বৃহস্পতিবার রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে উলভারহ্যাম্পটনকে ৪-৩ গোলে হারিয়েছিল তারা। গত নভেম্বরের পর এই প্রথম লিগে টানা দুই ম্যাচ জিতল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এই জয়ে গোল গড় মাইনাস থেকে উন্নতি না হলেও ৩ পয়েন্ট পেয়েছে ম্যানইউ। তাতে নবম স্থান থেকে এক লাফে ষষ্ঠ স্থানে অবস্থান নিয়েছে তারা। ওয়েস্ট হ্যামের বিপক্ষে পঞ্চদশ মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পায় স্বাগতিকরা। মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের পাস থেকে ব্রুনো ফের্নান্দেসের শট ফিরিয়ে দেন গোলরক্ষক। পরের মিনিটে দিয়োগো দালতের শটও ব্যর্থ করে দেন তিনি।

২৩তম মিনিটে গোলের দেখা পায় ম্যানচেস্টারের দলটি। কাসেমিরোর পাস ধরে এগিয়ে যান হয়লুন। তার সামনে ছিল প্রতিপক্ষের দুই ডিফেন্ডার। তাদের বাধা এড়িয়ে জায়গা বানিয়ে নিচু শটে লক্ষ্যভেদ করেন ডেনমার্কের ফরোয়ার্ড। লিগে টানা চার ম্যাচে জালের দেখা পেলেন ২১ বছর বয়সী হয়লুন।

প্রথমার্ধে মাঝামাঝি চার মিনিটের ব্যবধানে দারুণ দুটি সেভ করে জাল অক্ষত রাখেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানা। বেন জনসনের পর মোহামেদ কুদুসের শট ফিরিয়ে দেন তিনি।

দ্বিতীয়ার্ধের চতুর্থ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গারনাচো। ফের্নান্দেসের পাস বক্সে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বাঁ পায়ের শটে দূরের পোস্ট দিয়ে গোলটি করেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।

৫৫তম মিনিটে আরেকটি সেভ করেন ওনানা। বক্সের মাঝামাঝি থেকে এমেরসনের বাঁ পায়ের শট ঠেকান ক্যামেরুনের এই গোলরক্ষক। ৮৪তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে সব অনিশ্চয়তার ইতি টেনে দেন গারনাচো। স্কট ম্যাকটমিনের পাস বক্সে পেয়ে ডান পায়ের শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ১৯ বছর বয়সী ফুটবলার।

২৩ ম্যাচে ১২ জয় ও ২ ড্রয়ে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সমান ম্যাচে ২ পয়েন্ট কম নিয়ে সাতে নেমে গেছে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড।

## শীর্ষে থাকা লিভারপুলকে হারিয়ে
# পয়েন্ট ব্যবধান কমালো আর্সেনাল

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলের রাজত্ব অনেকদিনই ধরে রেখেছে লিভারপুল। অলরেডদের থেকে পয়েন্ট ব্যবধানে অনেকটুকু পিছিয়েও ছিল আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটি। অবশেষে শীর্ষে থাকা লিভারপুলকে ৩-১ গোলে হারিয়ে পয়েন্ট ব্যবধান কমিয়ে এনেছে আর্সেনাল। তবে শীর্ষেই থেকে গেছে লিভারপুল।

এর আগে টেবিলের দুইয়ে ও তিনে থাকা ম্যানসসিটি ও আর্সেনাল থেকে ৫ পয়েন্ট এগিয়ে ছিল লিভারপুল। এই ম্যাচে যাওয়ার কারণে লিভারপুলের পয়েন্ট ৫১ ই থাকলো। আর আর্সেনালের পয়েন্ট হয়ে গেছে ৪৯।

বর্তমানে শীর্ষে থাকার লিভারপুলের পয়েন্ট ২৩ ম্যাচে ৫১। সমান ম্যাচ খেলে ২ পয়েন্ট কম নিয়ে আছে দ্বিতীয়স্থানে আর্সেনাল। ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে আছে ম্যানসিটি।

ঘরের মাঠ এমিরেটস স্টেডিয়ামে খেলতে নেমে ১৪ মিনিটে বুকায়ো সাকার গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। প্রথমার্ধের ইনজুরি সময়ের তিন মিনিটে (৪৫+৩) আত্মঘাতী গোলে ১-১ ব্যবধানে সমতায় ফেরে লিভারপুল। এক গোলটি না হলে গোলশুন্য থেকেই হার হজম করতে হতো ইয়ুর্গেন ক্লপের শিষ্যদের।

ম্যাচের ৬৭ মিনিটে লিভারপুলের গোলরক্ষক এলিসন বেকার ও ডিফেন্ডার ভির্গিল ফন ডিজকের ভুলে ভেঙে পড়া রক্ষণে ফাঁকা পোস্টে গোল করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড গাব্রিয়েল মার্টিনেলি। এতে ২-১ ব্যবধানে আবারও এগিয়ে যায় আর্সেনাল।

ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে লিভারপুলের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেয় আর্সেনাল। গোলটি করেন লিন্দ্রো থ্রোসার্ড। ফলে ৩-১ গোল জয় নিশ্চিত করে মিকেল আরতেতার শিষ্যরা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR